পার্থে বাঙ্গালী জীবনের রজতজয়ন্তী উৎসব

মখদুম আজম মাশরাফী

গত ২১শে এপ্রিল শনিবার পার্থের শহরতলীতে জমে উঠেছিল বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের সংগঠন বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়া এসোসিয়েশন অব ওয়েস্ট্রার্ন অষ্ট্রেলিয়ার রজত জয়ন্তী উৎসব। সে অনুষ্ঠানে অবাঙ্গালী সহধর্মিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সংগঠনের সভাপতি শাহজাহান মিঞার অত্যন্ত আন্ত রিক পিড়াপিড়িতে অনেকটা বাধ্য হয়ে। বাধ্য হয়ে বলছি এ কারনে যে সেসময় আমার ছিল ব্যক্তিগত একটি জরুরী অন্য কাজ। মনে গাঁথা ছিল সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীদের আয়োজিত একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সময়নুবর্তী অনুষ্ঠানের আনন্দ অভিজ্ঞতা। সন্ধ্যা ৬টায় প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে দেখি অনুষ্ঠান শুরু হতে বেশ কিছু সময় বাকি।

প্রচারনায় এ অনুষ্ঠানটির প্রধান আকর্ষন ছিলেন বাংলাদেশ থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে আগত জনপ্রিয় দুজন কণ্ঠশিল্পী আবিদা সুলতানা ও রফিকুল ইসলাম জুটি। আয়োজকদের আন্তরিকতার উষ্ণতায় পূর্ণ ছিল আগাগোড়া অনুষ্ঠানটি। নবীনদের সাবলিল নিমগ্নতা অনুষ্ঠানটিকে করে তুলেছিল প্রানবন্ত। অনবীনদের অহেতুক ছুটোছুটির কোন অস্থিরতা একেবারেই চোখে পড়েনি। তবে দৈর্ঘ্য প্রস্থে অনুষ্ঠানটি মনে করিয়ে দিয়েছিল খুব আয়েস করে রাতভর জেগে যাত্রানুষ্ঠানের নষ্টালজিক আমেজ। প্রায় সাড়ে ৫ ঘন্টা দীর্ঘ অনুষ্ঠানে ছিল না এমনকিছু বলতে পারবে না কেউ। উপমহাদেশীয় প্রধান ভাষাভাষী গান ও নাচ, বাঙালী অধুনা পোষাকের ফ্যাশন প্যাকেজ, আয়োজকদের নিজিদের নিজেদেরই পুষ্পস্তবক উপহার ইত্যাদি।

নির্দ্ধারিত সময়ের প্রায় ১ ঘন্টা দেরিতে শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠান খুব শান্ত সমাহিত মেজাজে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় খুব মিষ্ঠি ছিল উপস্থাপনা।বাংলা কোরাস গান দিয়ে উদ্বোধিত হলেও অবাংলা গানের দাপটে অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের চেয়ে 'উপমহাদেশীয়' হয়ে পড়েছিল বৈকি। সংগঠনের সভাপতি খুব সংক্ষিপ্ত ভাষনে উপস্থিত শ্রোতা ও অতিথিদের স্বাগত জানান। তারপর মঞ্চে আসেন মূখ্য মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় সাংসদ মি: এড, ভারমার সমবেতদের শুভেচ্ছা জানাতে। উদ্বোধনী কোরাসে অংশ নেন শাওলী শাহীদ, স্বর্না আফসার, সাঈদা নাসরীন জাহান, সিফাত চৌধুরী, তাসলিমুল গালিব, আরিফ কোরেইশী, তন্ময় দেবনাথ আর মাজহারুল ইসলাম। বাংলা গানের সাথে সমবেত নৃত্যে ছিলেন মিতালী মনজুর, ফাইরুস আজরা ইসলাম, করবী হাসান, রাইসা মাশিয়াত ও তাসনিমা কবীর। [অনুষ্ঠানের ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন]

এরপর একক উর্দু গজল পরিবেশন করেন পাকিস্তানী শিল্পী আজগর জামিল। এঁর পরিচ্ছন্ন পরিবেশনায় ছিল ঐতিহ্যগত বিনয়াবনত ভক্তি। বহু সংস্কৃতির উপমহাদেশকে উপস্থাপিত করতে যোগ দেন শ্রীলংকার নবীন নৃত্যশিল্পীরা চিন্থানী পডিওয়ালা,রাসিকা কাথরিয়ারচি,আইরনী বীরসিংহে , ঈশানী বীরসিংহে , আর ইমাশা সেনা রত্না। ভারতীয় দলের পরিবেশনা ছিল নষ্টালজিক 'মোঘলে আজম' ছায়াছবি থেকে দরবারী নৃত্য। এটির নবীন শিল্পীরা ছিলেন রাকসা আগরওয়ালা ও হর্ষ আগরওয়াল। এর মাঝে ছিল পাশ্চাত্য ঢঙের হিপ হপ। পরিবেশনায় ছিল সামিয়া মহসিন, কারলা আবেদেলা ও আদেল আলী। স্বর্না আফসার আর তাসনিমুল গালিবের গজল ছিল সুন্দর পরিবেশনা। এর মাঝে একটি বাংলা গান করেন সাঈদা মহসিন আর যুগল হিন্দী গান করেন সাঈদা নাসরিন জাহান ও তন্ময় দেবনাথ।

রজত জয়ন্তীর মূল আকর্ষন আবিদা সুলতানা ও রফিকুল আলম মঞ্চে আসেন অবাংলা সুরের সম্ভার নিয়ে। নুরজাহানের কালজয়ী দমাদম মাস্কালান্দার ব্যাকগ্রাউন্ড ট্র্যাক মিউজিকের তালে গেয়ে দর্শক

মাতিয়ে তোলেন, বিশেষ করে নাচিয়ে গেলেন শিশু দর্শকদের । রফিকুল ইসলাম গানের আগে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে ভুমিকা করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতারে তিনি কিশোর বয়সে উদ্দীপনার গান গেয়েছিলেন। প্রবাসের মাটিতে অবাংলা গানের পরিবেশনা নিয়ে তাই তাঁকে দ্বিধান্বিত লাগছিল। তিনি বলেন আয়োজকদের অনুরোধে তিনি প্রথম পর্বে তাই এ গানগুলো গাইছেন। আর তাছাড়া সুরজগৎ আজকাল প্রযুক্তির বদৌলতে আর্ন্তজাতিক হয়ে পড়েছে বলে তিনি মনে করেন। সেদিন এই বহু সাংস্কৃতিক উৎসব সমাগমে আবারও প্রমানিত হলো বাঙ্গালীদের যে কোন ভাষায় সাবলীল, স্বচ্ছন্দ গাইবার পারঙ্গম ।এঁদের সঙ্গে তবলায় ছিলেন গুজরাটের যোগেশ কাক্কাড। রফিকুল ইসলাম গুজরাট ও কাশ্মীরের লোকজ সুরে সে অঞ্চলের লোকায়ত প্রেমের গান গেয়ে শোনান।
তারপর আসে বাংলাদেশের পোষাকের ফ্যাশন প্রদর্শনী। নবীনদের এই দক্ষ ও সাবলিল প্রদর্শনীটি ছিল অবাক আকর্ষনীয়। শিশুদের সহজ ও সুন্দর অংশগ্রহন এটিকে সফল ও উত্তীর্ন করে তোলে। এটির প্রযোজনায় ছিলেন মিতালী মনজুর ও মিশা মনজুর।

কাঠামোহীন সময়সূচিতে নির্দিষ্ট করা না থাকায় প্রায় রাত ন'টায় দেয়া হয় রাতের খাবারের বিরতি। সে জন্যে প্রথম পর্বের শেষ দিকে বেশ কিছু পরিবারকে অনুষ্ঠান চলাকালেই ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়ার খাওয়াতে বাধ্য হয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় । বেশ কিছু নিমন্ত্রিত অতিথি সহ প্রায় চারশত দর্শকের খাবার অপ্রতুলতা ছিল এটি অস্বস্থিকর বিষয়। খাবারের দাম ও মান ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ।

দ্বিতীয় পর্বে এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক দর্শকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে মঞ্চে আসেন রাত দশটায়। অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাফেন ড্র। যদিও ড্র সাধারনতঃ করা হয়ে থাকে সবশেষে। এই জয়ন্তী উৎসবে যারা নানাভাবে অবদান রেখেছেন সে সব অপেক্ষাকৃত প্রবীনদের ফুলের টব দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। [অনুষ্ঠানের ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন]

তারপর আবারও বসে ঢিলে ঢালা সঙ্গীতের আসর। এবারে অবাংলা গান নয়। কিন্তু স্থানীয় শিল্পীদের গান পরিবেশনা চলে প্রায় রাত সাড়ে ১১ টা অবধি। মূল অতিথি শিল্পীদের একরকম আগলে রাখা হয় যাতে ইচ্ছে থাকলেও কেউ এই দীর্ঘ আসর ছেড়ে চলে না যান। যদিও অনেককেই বাধ্য হয়েই চলে যেতে হয়েছিল।

অপটু মঞ্চ সজ্জায় গামছা ব্যবহার করে বাংলার আবহ সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা দৃষ্টিকটু লাগছিল। আলোক সম্পাতে পেছনের পর্দার রং ও পরিবেশ পরিবর্ত্তনটি ছিল সুন্দর। মঞ্চের সামনের প্রায় অর্ধেকটা খালি রেখে শিল্পীদের পেছনে অবস্থান সমীচিন মনে হয়নি। বারে বারে র্পদা টেনে উপস্থাপকদের ডায়াসে এসে ঘোষনা দিয়ে চলে যাওয়ায় অহেতুক সময়ের অপচয় ও ধারাবাহিকতায় ব্যঘাত ঘটছিল। মঞ্চে উচু আসনে বসে বা বাদ্যযন্ত্র রেখে গান পরিবেশনায় তার গাম্ভীর্য্যটুকু ক্ষুন্ন হচ্ছিল দৃষ্টিকটু উঁচু আসনটির জন্যে।

এসোসিয়েশনের সবুজ একরঙের ক্রোড়পত্রটি ছিল সাদামাটা ও অউৎসব সুলভ। এটিতে পুরোপুরি ভাবে বাংলা হরফের অনুপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ার মত। এতে অনুষ্ঠান স্থানের উল্লেখ নেই। এ অনুষ্টানে এক পর্যায়ে একজন সাবেক সভাপতি তার ঘোষনায় বাংলা, উর্দু বা হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার পরপর ব্যবহার বহু ভাষা জ্ঞানের প্রমান হলেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। পুরো অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতির প্রকাশে বাংলাদেশের স্বকীয়তার চেয়ে "উপমহাদেশীয়" বৈশিষ্ট্যই উপলব্ধ হয়ে থাকবে যে কোন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে।

এই সুদুর পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলার মানুষের জীবন যাপনের বিচিত্র দীর্ঘ সিকি শতাব্দী ইতিহাসের বিবৃতি আছে এই ক্রোড়পত্রে। এই উৎসবে যতই ক্রটি ও সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন এই মহান

উদ্যোগের জন্যে নেপথ্যচারী আয়োজকদের প্রানভরে দিতেই হবে অফুরন্ত সাধুবাদ।

মখদুম আজম মাশরাফী, পার্থ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া, ১৬/০৫/২০০৭

[অনুষ্ঠানের ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন]